দেশী (অরগানিক) মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবার দেশী মুরগি পালন করে থাকে। এদের উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশী মুরগির চেয়ে কম। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ও অতি নগণ্য এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অধিকন্তু এদের মাংস ও ডিমের মূল্য বিদেশী মুরগির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং চাহিদা খুবই বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেশী মুরগির মৃত্যুহার বাচ্চা বয়সে অধিক এবং অপুষ্টিজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ নয়।



বাচ্চা বয়সে দেশী মোরগ-মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে এবং সামান্য সম্পূরক সাপ্লিমেন্টারি খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্যবহার করে খামারিরা দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম, মাংস উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

প্রযুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যাবলী

- সম্পূরক খাদ্য, পরজীবী, রানীক্ষেত ও বসন্তের প্রতিষেধক প্রদান করে এবং বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত রেখে দেশী মুরগি, বিশেষ করে ছোট বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।
- দেশী মুরগির দৈহিক ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

খামারের আকার	আবাদি জমির পরিমাণ (শতাংশ)	মোরগ/মুরগি
ছোট	৫০ শতাংশ	১টি মোরগ, ৩টি মুরগি
মাঝারি ও বড়	৫০ ও তার অধিক	১টি মোরগ, ৬টি মুরগি

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি

- প্রযুক্তিটি গ্রামীণ পর্যায়ে সকল গৃহস্থ পরিবারই ব্যবহার করতে পারবেন। বসতবাড়ীর আকার অনুযায়ী প্রত্যেক খামারির জন্য মোরগ-মুরগির সংখ্যা উপরোক্ত ছক অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- প্রত্যেক খামারিগণ তাদের মুরগির খোয়ার ছাড়াও মুরগি গুলোকে সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর জন্য বাঁশ, তার, জালি অথবা শুধু বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি ক্রিপ ফিডার তৈরি করবেন। এতে দুটো অংশ থাকবে। এক অংশে বাচ্চা ও অপর অংশে বয়স্ক মোরগ-মুরগির সম্পূরক খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- ছোট খামারিদের জন্য খাচার (ক্রিপ ফিডার) সাইজ ৪২ × ১৫ এবং বড় খামারিদের জন্য ৫×৩ হতে পারে। ক্রিপ ফিডারের তার, জালি বা বাঁশের দরজার ফাঁকা ১.৫ থেকে ১.৭৫ হবে, যাতে করে বাড়ন্ত বা বয়স্ক মুরগি ক্রিপ ফিডারের বাচ্চার জন্য খাদ্য প্রদানের অংশে প্রবেশ করে বাচ্চার সম্পূরক খাদ্য খেতে না পরে।
- প্রতিটি বয়স্ক মুরগিকে দৈনিক চরে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৩৫ গ্রাম করে সম্পূরক মুরগির খাদ্য খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারিগণ সারা বছর ১টি মুরগি বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করবেন। বাকি ২টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে। মাঝারি ও বড় খামারিগণ প্রতিবারে তাদের ৬টি মুরগির মধ্যে ২টি মুরগিকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে, বাকি ৪টি মুরগি সারা বছর ডিম পাড়ার জন্য ব্যবহার করবেন। খামারিরগণ ছোট বাচ্চাগুলোকে প্রথম ৬ সপ্তাহ তাদের প্রয়োজনীয় অর্থাৎ তারা দু'বেলা যতটুকু খেতে পারে, সে পরিমাণ সম্পূরক খাদ্য ক্রিপ ফিডারের ভেতরে দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফুটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ক্রিপ ফিডারের ভেতর তাদের মাকেও খেতে দিতে হবে, কেননা ছোট বাচ্চা প্রথম কয়েক দিন মাকে ছাড়া খাদ্য খায় না। দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়সকালীন সময়ে ছোট বাচ্চা গুলো মুরগির সাথে বাড়ির আঙ্গিনায় চরে খেতে অভ্যস্ত হবে।

- মুরগিগুলোকে নিরোগ রাখার জন্য মুরগির খোয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া সারণি ২ অনুযায়ি রানীক্ষেত ও বসন্ত রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রতিষেধক প্রদানের কর্মসূচি

প্রতিষেধকের নাম	যে বয়সে প্রদান করতে হবে	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
বিসিআরডিভি	৫-৭ দিন বয়সে	১ চোখে ১ ফোটা
বিসিআরডিভি (বুস্টার)	১৪ দিন বয়সে	১ চোখে ১ ফোটা
ফাউল পক্স	৩০-৩৫ দিন বয়সে	পাখার চামড়ায় সুচ ফুটানোর মাধ্যমে
আরডিভি	৬০ দিন বয়সে	মাংসপেশিতে ১ সিসি

ঝুঁকিপূর্ণ দিক

- টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পদ্ধতি পালন করা আবশ্যক।
- সম্পূরক খাদ্য যাতে প্রতিবেশীর হাঁস-মুরগি খেতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- এলাকা বিশেষে বন্যপ্রাণী থেকে মুরগিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রসারণ উপযোগী অঞ্চল

বাংলাদেশের সকল গ্রাম এলাকায়, যেসব কৃষক পরিবারে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়, সে সকল অঞ্চলে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ

ফলাফল

- মুরগির মৃত্যুর হার কমে যাবে, বিশেষ করে বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে এ হার শতকরা বর্তমান হার ৫৫-৬০ ভাগ থেকে ২৫-৩০ ভাগে নেমে আসবে।
- এ পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালন করলে মুরগির দৈহিক ওজন শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ এবং ডিম উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে।

লাভ

সনাতনি পদ্ধতিতে ৬-৭ টি দেশী মুরগি পালন করে সাধারণত গড়ে একজন খামারি দেশী মুরগি পালন থেকে প্রতিবছর ২ হাজার টাকা আয় করতে পারে। পক্ষান্তরে উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন খামারি দেশী মুরগি পালন থেকে গড়ে ৬০০০.০০ থেকে ৬৬০০.০০ টাকা আয় করতে পারেন।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ফলে পরিবেশের ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খামারিদের পরিবারিক আয় বাড়বে এবং পুষ্টি চাহিদার ঘাটতি লাঘব হবে। এছাড়া বাড়ির আঙ্গিনার মুরগি পালন জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি

এই প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন এন জি ও এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ ও বুকলেট সরবরাহের মাধ্যমে সফলভাবে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

উপসংহার

পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এই প্রযুক্তি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। দেশের ন্যূনতম ৫ কোটি পরিবার যদি বছরে ৫ টি করে দেশী মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তাহলে প্রতি বছর ২৫ কোটি অতিরিক্ত মুরগি আমাদের দেশের পুষ্টি ঘাটতির আংশিক সমাধান দিতে পারে। ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও জন সচেতনতার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এন জি ও সমূহ দেশের প্রতিটি এলাকায় প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করতে পারে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার এবং ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন